ফরহাদ হোসেনকে আগামী নির্বাচনে মনোনয়ন না দেওয়ার দাবী

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপিকে আগামী সংসদ নির্বাচন ে◌েদলীয় মনোনয়ন না দেওয়ার দাবীতে একাট্টা ঘোষণা করেছেন নেতারা।

মঙ্গলবার বিকালে মেহেরপুর পৌর কমিউনিটি সেন্টার মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক শক্তিকে দূর্বলকারী, দল ও বঙ্গবন্ধুর আদর্শ বিরোধী চক্রের প্রধান পৃষ্ঠপোষক, আওয়ামী লীগের তৃণমূল নেতাকর্মীদের ভীতি প্রদর্শণ ও ইউনিয়ন নির্বাচনে নৌকার প্রার্থীদের পরাজয়ের কুশিলব ,দুর্নীতি , স্বজনপ্রীতি ও পারিবারিক করণের একমাত্র দলবিরোধী সংসদ সদস্য ফরহাদ হোসেনকে আগামী সংসদ নির্বাচনে মনোনয়ন না দেওয়ার দাবী জানান নেতারা।
সভাপতির বক্তব্যে মিয়াজান আলী বলেন, মেহেরপুরে আওয়ামী লীগকে এক ব্যক্তি ঘরবন্দী করে রেখেছেন। তবে সময় এসেছে আওয়ামী লীগকে আবার রাজপথে সক্রিয় করার। জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ফরহাদ হোসেনের হাতে নেতৃত্ব চলে যাওয়ায় দলের ত্যাগী নেতা–কর্মীরা ছিটকে পড়েছেন। এর সুযোগ নিয়েছে বিএনপি–জামায়াত। আগামী সংসদ নির্বাচনে তাঁকে প্রত্যাখ্যান করতে হবে। ফরহাদ হোসেনকে আবার মনোনয়ন দিলে আওয়ামী লীগের নেতারা তাঁর পক্ষে কাজ করবেন না।

জেলা আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি জিয়া উদ্দিন বিশ্বাস বলেন, নৌকার মাঝি পছন্দ না হলে আমি ননৌকায় ভোট দেব না, আর যদি পছন্দ হয় তাহলে স্বর্বস্ব দিয়ে নৌকার বিজয় ঘরে তুলবো।

সদর
উপজেলা
আওয়ামী
লীগের
সাবেক
সভাপতি
গোলাম
রসুল
বলেন,
‘সারা
জীবন
আওয়ামী
লীগের জন্য জেল–জুলুম, বোমা হামলার শিকার হয়েছি। এরপরও আমি নাকি আওয়ামী লীগের কেউ না। জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি নিজের পছন্দমতো লোকদের নিয়ে দল চালান। সেখানে আওয়ামী লীগের বর্ষীয়ান নেতারা ঠাঁই পান না। যখন নির্বাচন আসে তখন তিনি দল গোছাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। পরে কাউকে মনে রাখেন না। প্রধানমন্ত্রীর কছে আকুল আবেদন, এমন নেতাকে যেন মনোনয়ন না দেওয়া হয়। তাঁকে বাদ দিয়ে যে কাউকে মনোনয়ন দিলে তাঁর পক্ষে আওয়ামী লীগের নেতা–কর্মীরা এক হয়ে কাজ করবেন।’

সমাবেশে জেলা আওয়ামী লীগের শিক্ষা ও মানব সম্পদ সম্পাদক এম এ এস ইমন বলেন, যারা মেহেরপুরে আওয়ামী লীগকে দুর্দিনে ধরে রেখেছে তারা আপনার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রকাশ করেছে। স্বসম্মানে আপনার সরে যাওয়া উচিৎ। মুজিবনগরকে শেখ হাসিনা উন্নয়নের জন্য ব্ল্যাঙ্ক চেক দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আপনি নিতে ব্যর্থ হয়েছেন। সারাদেশে যে উন্নয়ন তারই রুটিন উন্নয়ন হয়েছে মেহেরপুরে।পৌর কলেজের ফান্ড থেকে ২৫ লাখ টাকা নিয়েছেন সরকারি হয়নি। নিজের বাপের নামে কলেজের নামকরণ করেছেন।
আমাদের প্রাণপ্রিয় নেত্রী আমাদের মেহেরপুরকে দেখে যান, আপনার প্রাণের সংগঠনের কি অবস্থা করে রেখেছে দেখে যান।

মাহফুজুর রহমান রিটন বলেন, দুসময়ে যারা আওয়ামী লীগকে বাঁচিয়েছিলো তারাই আজ এই মঞ্চে দাড়িয়েছে। মেহেরপুর পৌরসভা, সদর উপজেলা, মুজিবনগর উপচেলায় আওয়ামী,লীগের জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছেন। নেতাকর্মীরা এই সকল জনপ্রতিনিধিদের সাথ্কেথা বললে তার মানরচলে যায়। বিএডিসির লেবারকে কমিটিতে নিয়ে আসা হয়েছে।

মেহেরপুর পৌরসভার দুর্দশাব শেষ নেই। মেহেরপুর পৌরসভার উন্নয়নে এখনো পর্যন্ত বাধা দিয়ে যাচ্ছেন।

জেলা মহিলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদিকা লাভলি ইয়সমিন বলেন, আপনারা স্বামী স্ত্রী ২০১৪ সালের আগে কোথায় ছিলেন। আমরা ভোট চেয়ে আপনাকে নির্বাচিত করেছি। আপনার মহিলা লীগের নেতাকর্মীদের দুর দুর করে তাড়িয়ে দেন।
জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি মফিজুর রহমান বলেন, ফরহাদ হোসেনের ভাই মৃদুল আমাদের সংখ্যালঘু যুবলীগ সদস্যর ১ কোটি ৮০ লাখ টাবি আত্মসাৎ করে তাকে পথের ভিখারি বানিয়েছেন।

যুবলীগের কেন্দ্রীয় সদস্য জেমস স্বপন মল্লিক বলেন, নারী জারেণের অগৃদুত সেজেছেন । আপনি তো মেহেরপুরের ক্যাসিনো রানি। ৬৩ জেলার ছেলেদের চাকরি হয়, মেহেরপুর জেলার ছেলেদের চাকরি হয় না।

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ও মেহেরপুর জেলা পরিষদের সাবেক প্রশাসক অ্যাডভোকেট মিয়াজান আলীর সভাপতিত্বে ও জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক শহিদুল ইসলাম পেরেশানের সঞ্চালনায় মতবিনিময় সভায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি আব্দুল মান্নান, জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ও সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট ইয়ারুল ইসলাম, ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি আরিফুল, উপজেলা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক ও পৌর কাউন্সিলর আল মামুন,, সাবেক সাধারণ সম্পাদক জুয়েল রানা, যুবলীগের সদস্য সাজেদুল ইসলাম সাজু প্রমুখ। বিশেষ মতবিনিময় সভায় আওয়ামী লীগ ও অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা অংশ নেন।

জেলা আওয়ামী লীগের ব্যানারে পাল্টা সংবাদ সম্মেলন
এদিকে ফরহাদ হোসেনের পক্ষে জেলা আওয়ামী লীগের ব্যানারে জেলা আওয়ামী লীগের কার্যলয়ে সংবাদ সম্মেলন করেছেন তাঁর পক্ষের নেতা- কর্মীরা। মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাতটায় আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি ও ফরহাদ হোসেন ভগ্নিপতি বাবলু বিশ্বাস, জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ইব্রাহিম শাহিন, সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোমিনুল ইসলাম, শহর আওয়ামী লীগের সভাপতি ও ফরহাদ হোসেনের বড় ভাই ইমতিয়াজ আহমেদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

চুয়াডাঙ্গায় আফরোজা পারভীনের নির্বাচনী কর্মী সমাবেশ ও গণসংযোগ

চুয়াডাঙ্গা আলমডাঙ্গা উপজেলার হারদি ইউনিয়নে যুব মহিলা লীগের উঠান বৈঠক ও কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার বিকাল সাড়ে চারটার সময় চুয়াডাঙ্গা যুব মহিলা লীগের সভাপতি ও চুয়াডাঙ্গা-১ আসনে আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নৌকার মনোনয়ন প্রত্যাশি আফরোজ পারভিন এর নেতৃত্বে নির্বাচনী উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

এ সময় উঠান বৈঠক ও গণসংযোগ করে যুব মহিলা লীগের সভাপতি আফরোজা পারভিন বলেন চুয়াডাঙ্গা-১ আসনে মোট সাড়ে পাঁচ লক্ষ ভোটার এর ভিতরে নারী ভোটার প্রায় তিন লক্ষ। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিদর্শনায় ও চুয়াডাঙ্গা জেলা যুব মহিলা লীগের নেতৃত্ব আমরা সকল নারীকে ঘরের বাইরে এনে নারী জাগরণ করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। এ সময় তিনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উন্নয়ন তুলে ধরেন ও লিফলেট বিতরণ করেন এবং আগামী দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে আবারো শেখ হাসিনা সরকার ও নৌকা মার্কার পক্ষে ভোট চান।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা যুব মহিলা লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আলিজা খাতুন, সহ-সভাপতি- পূর্ণিমা হালদার,সদর উপজেলা যুব মহিলা লীগের সভাপতি-কাজলী আক্তার, সাংগঠনিক সম্পাদক সপ্না খাতুন চিনি, দামুড়হুদা উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান শাহেদা খাতুন,আলমডাঙ্গা উপজেলার যুব মহিলা লীগের সভাপতি মনিরা খাতুন,সাধারণ সম্পাদক জাহানারা খাতুন, চুয়াডাঙ্গা পৌর ৯নং ওয়ার্ড সভাপতি-আরজিনা খাতুন, সাধারণ সম্পাদক বেবি, সাংগাঠনিক সম্পাদক মিতা রানী, ৬ নং ওয়ার্ড সভাপতি রুপালি, সাধারণ সম্পাদক ফাহিমা, ২নং ওয়ার্ড কমিটির অর্থ সম্পাদক শিউলি খাতুন, আওয়ামী লীগ কর্মী ছাত্রলীগ ও যুবলীগ সহ ও চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা যুব মহিলা লীগের নেতৃবৃন্দ।

চুয়াডাঙ্গায় আফরোজা পারভীন পথসভা ও গণসংযোগ

উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখার জন্য আবারো নৌকা মার্কায় ভোট চাইলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা যুব মহিলা লীগের সভাপতি ও আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের নৌকার মনোনয়ন প্রত্যাশী আফরোজা পারভীন।

আজ সোমবার বিকাল সাড়ে চারটার সময় চুয়াডাঙ্গা আলমডাঙ্গা পৌরসভার ৪নং ওয়ার্ডে নির্বাচনী উঠান বৈঠক ও গণসংযোগ করে এই কথা বলেন তিনি।

এ সময় তিনি আরও বলেন শেখ হাসিনা সরকার উন্নয়নের সরকার। জাতীর পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রেখে যাওয়া সোনার বাংলাদেশ বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। দেশের গ্রাম থেকে শহর সকল পর্যায়ে উন্নয়ন হচ্ছে। এই উন্নয়নের ধারা যদি অব্যাহত রাখতে হয় তাহলে আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আবারো শেখ হাসিনা ও নৌকার বিজয় সুনিশ্চিত করতে হবে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা যুব মহিলা লীগের সহ-সভপতি পূর্ণিমা হালদার,যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আলিজা খাতুন,সদর উপজেলা যুব মহিলা লীগের সভাপতি-কাজলী আক্তার, সাংগঠনিক সম্পাদক সপ্না খাতুন চিনি, দামুড়হুদা উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান শাহেদা খাতুন ,আলমডাঙ্গা উপজেলার যুব মহিলা লীগের সভাপতি মনিরা খাতুন,সাধারণ সম্পাদক জাহানারা খাতুন, চুয়াডাঙ্গা পৌর ৯নং ওয়ার্ড সভাপতি-আরজিনা খাতুন, সাধারণ সম্পাদক বেবি, সাংগাঠনিক সম্পাদক মিতা রানী, ৬ নং ওয়ার্ড সভাপতি রুপালি, সাধারণ সম্পাদক ফাহিমা, ২নং ওয়ার্ড কমিটির অর্থ সম্পাদক শিউলি খাতুন, ছাত্রলীগ ও যুবলীগের নেতৃবৃন্দ রাতুল, সাকিব শেখ, মাহফুজ, আকাশ,কুতুব, রিপন,শাওন, সিফাত,জিরান,সেজান ও আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ সহ চুয়াডাঙ্গা জেলা ও আলমডাঙ্গা উপজেলা যুব মহিলা লীগের নেতৃবৃন্দ।

অক্টোবরে ফয়সালার নামে বিএনপি কী করতে চায়?

গত বছরের ১০ ডিসেম্বর বর্তমান সরকারের পতন ঘটবে, আর বিএনপি নেত্রী খালেদা জিয়ার কথায় দেশ চলবে এমন গুজব ছড়িয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সরব ছিল দলটি। সাধারণ মানুষের মনেও অজানা আতঙ্ক বিরাজ করেছিল- কী যেন হয় ১০ ডিসেম্বর। আবারও সেই পথে হাঁটছে সেনা ছাউনি থেকে থেকে জন্ম নেওয়া দলটি। এবার তারা এমাসেই অর্থাৎ অক্টোবরেই বর্তমান সরকারের পতন ঘটবে বলে দেশবাসীকে বিশ্বাস করাতে চাইছে।

নভেম্বরের শুরুতে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার কথা জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন। এর আগেই চূড়ান্ত আন্দোলনে দফারফায় পৌঁছাতে চায় বিএনপি। এজন্য অক্টোবরে রাজপথেই ফয়সালা করতে চায় বিএনপি, এবং সেটা রাজপথেই। কিন্তু এক্ষেত্রে প্রশ্ন হচ্ছে, ফয়সালা বলতে আদতে কি চায় বিএনপি?

কয়েক সপ্তাহ ধরে বর্তমান সরকার পতনের একদফা দাবিতে সরব হয় বিএনপি। কিন্তু এর মাঝে খালেদা জিয়ার মুক্তি, তত্ত্বাবধায়ক সরকার, সুষ্ঠু নির্বাচনের দাবিসহ বিভিন্ন দাবিতে বিভিন্ন সময় আন্দোলন করছে। দাবি ও দফার ক্ষেত্রে বিএনপ স্পষ্ট করতে পারেনি যে তাদের দফা আসলে কয়টি। কখনও ৩১ দফা, কখনও ১০ দফা, এরপর এখন একদফার আন্দোলনেও একই অবস্থা। সর্বশেষ দলীয় প্রধান খালেদা জিয়াকে রাজনৈতিক ঘুঁটি হিসেবে ব্যবহার করার ষড়যন্ত্রে ৪৮ ঘণ্টার আল্টিমেটাম দিয়েছিল গত ২৪ সেপ্টেম্বর। ৪৮ ঘণ্টা পার হয়ে গেলেও বিএনপি কিছুই করতে পারেনি। আল্টিমেটাম শেষ হওয়ার পর দলের মহাসচিব আলোচনা করে পরবর্তী সিদ্ধান্তের কথা জানাবেন বলেছিলেন। অর্থাৎ, আল্টিমেটামের মধ্যে কাজ না হলে কি করা হবে সেই সিদ্ধান্তই তাদের ছিলনা। ফলে কোনো আন্দোলনেই জনসম্পৃক্ততা পায়নি দলটি। সিদ্ধান্তহীনতা, নেতাকর্মীদের মধ্যে ঐক্যের অভাব, সমন্বয়হীনতার কারণে কোনো আন্দোলনেই যেমন দৃশ্যমান সফলতা আসেনি। তেমনি বারবার দলের নেতাকর্মীদেরকে উজ্জীবিত করার চেষ্টা করা হলেও তা ব্যর্থ হয়েছে।

২০১১ সালে খালেদা জিয়া ঘোষণা করেছিলেন সরকারের বিরুদ্ধে ঈদের পরে তীব্র আন্দোলন হবে, সে বছর ঈদ এসেছিল ঠিকই কিন্তু জনসমর্থন না পেয়ে আন্দোলন করতে পারেনি বিএনপি। একইভাবে ২০১২, ২০১৩, ২০১৪ সালেও ঈদের পরে তীব্র আন্দোলন ঘোষণা করেছিলেন খালেদা জিয়া। প্রতিবছর ঈদ এলেও খালেদা জিয়ার সেই আন্দোলন আর আসেনি। বিএনপি নেতা আমানউল্লাহ আমান ২০২২ সালে ঘোষণা করেছিলেন ১০ ডিসেম্বরের পর খালেদা জিয়ার কথায় দেশ চলবে। গেল ১০ ডিসেম্বর, কিন্তু ঈদের পর আন্দোলনের মতোই আবারও শুভংকরের ফাঁকি দিলো বিএনপির আন্দোলন।

বিএনপির চলমান কর্মসূচি শেষ হবে ৫ অক্টোবর। এরপর পরবর্তী ধাপের আন্দোলনের ঘোষণা দেওয়া হবে। তাদের পরিকল্পনা সেই আন্দোলন ২০ তারিখ পর্যন্ত চালানোর পর ২৪ তারিখের থেকে চূড়ান্ত কর্মসূচি দেওয়া হবে। দলটির এমন বিশ্রাম-বিরতি দিয়ে আন্দোলন করার প্রবণতায় বেজায় নাখোজ তৃণমূলের নেতাকর্মীরা।
এজন্য দলের উল্লেখযোগ্য পরিমাণ নেতা আন্দোলনে নিষ্ক্রিয়তা দেখাচ্ছেন, যারা সক্রিয়ভাবে অংশ নিচ্ছেন তাদের মাঝেও উৎসাহের অভাব দেখা যাচ্ছে। অনেককেই তৃণমূল বিএনপিতে যোগ দিতেও দেখা যাচ্ছে।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে কেন্দ্রীয় বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক জানান, দলটির নেতা কে? প্রতি মুহূর্তে এই প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হচ্ছে তৃণমূল নেতাকর্মীদের কাছ থেকে। চেয়ারপারসেন খালেদা জিয়া বর্তমানে সাজাপ্রাপ্ত আসামি এবং শারীরিকভাবে রাজনীতি করতে অক্ষম। দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানও ফেরারি আসামি হয়ে দেশের বাইরে। মহাসচিবসহ অন্য নেতারাও ভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধান্ত নেন। একারণে আন্দোলন কর্মসূচিতে ঠিকমতো সমন্বয় হচ্ছে না। এই সুযোগটি নিচ্ছে সরকারি দল।

বিএনপি নেতাদের মধ্যে কোনো সমন্বয়হীনতা নেই বলে দাবি করেছেন দলটির মহাসচি মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তিনি বলেন, বর্তমান সরকার পতনের আন্দোলনে সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। এই লড়াইয়ে সবাইকে থাকতে হবে এবং এই সরকারকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হবে।

যুক্তরাষ্ট্রের র্যা বের ওপর স্যাংশন এবং ভিসানীতির কারণে সরকার কিছুটা চাপে আছে বলে মনে করে বিএনপি। এজন্য মাঠের আন্দোলনের চেয়ে বিদেশি হস্তক্ষেপে দিকে তীর্থের কাকের মতো অপেক্ষা অপেক্ষায় আছে বিএনপি নেতৃত্ব।

রাজনৈতিক ও নিরাপত্তা বিশ্লেষক অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আলী শিকদার মনে করেন, বিএনপি বিগত এক বছর ধরে যে আন্দোলন চালিয়ে আসছে তাতে তাদের দাবি আদায় বা লক্ষ্য পূরণ হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। তিনি বলেন, ‘বিএনপি বিদেশি চাপের কথা বলে ও ষড়যন্ত্র করে যে চাপ দিতে চাইছে তাতে আওয়ামী লীগ বিচলিত নয়। এ অবস্থায় যদি সমঝোতার কথা সামনে আসে, তাহলে প্রশ্ন হলো, সমঝোতা হবে কোন বিষয়ে?, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিষয়টি উচ্চ আদালতের আদেশে বাতিল হয়েছে। অর্থাৎ, ২০১৮ সালের মতো বিদ্যমান নির্বাচন কমিশনের অধীনে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা ছাড়া কোনো সমঝোতার পথ বিএনপির সামনে খোলা নেই।’

রাজনৈতিক বিশ্লেষক সুভাষ সিংহ রায় বলেন, ‘সব বিষয়ে জনসমর্থন হারিয়ে দিশেহারা বিএনপি আন্দোলনের নামে খালি কলশি বাজিয়ে যাচ্ছে। নিজের ঘর গুছিয়ে নির্বাচনে যাওয়ার মতো প্রস্তুতি দলটির নেই। প্রধান বিরোধীদল হিসেবে দাবি করলেও এখন দলটির অবস্থান অত্যন্ত নড়বরে। অক্টোবরেই ফয়সালা করার মতো সক্ষমতা দলটির নেই। যেকোনো উপায়ে নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্র করছে দলটি।’

অক্টোবর নিয়ে ভয় তৈরি করছে বিএনপি

অক্টোবরে বিএনপি কী করবে বা কী করতে পারবে—এখন এই প্রশ্নেই আলোচনা ঘুরপাক খাচ্ছে বিভিন্ন মহলে। দলটির নীতিনির্ধারণী পর্যায়ের একাধিক নেতা জানিয়েছেন, জাতীয় নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার আগেই সরকারের পদত্যাগের এক দফা দাবিতে আন্দোলনের পরিণতি দেখতে চায় তারা। এমন চিন্তা থেকে যুগপৎ আন্দোলনকে অক্টোবরের মধ্যেই চূড়ান্ত ধাপে নিতে কৌশল ঠিক করছে দলটি। বিএনপির শীর্ষ নেতৃত্ব থেকে ইতোমধ্যে এমন বার্তা দেওয়া হয়েছে সারা দেশে দলের নেতা–কর্মীদের।

কী হবে অক্টোবরে সে নিয়ে শঙ্কায় আছে মানুষ। সরকার এবার বিনা চ্যালেঞ্জে একতরফা নির্বাচনের দিকে যাতে এগোতে না পারে, সে

ধরনের পরিস্থিতি তৈরি করা সম্ভব হবে বলে বিএনপির নেতা–কর্মীদের বড় অংশ মনে করছে। সাধারণ মানুষ ভাবছে এই যদি হয় পরিকল্পনা, তাহলে আবার সন্ত্রাস শুরু হতে পারে। বিএনপি-জামায়াতের আগুন সন্ত্রাসের কথা দেশবাসী ভুলে যায়নি। কীভাবে সাধারণ জনগণকে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়েছিল, সবাই মনে রেখেছে। ২০১৩ সালে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বন্ধ করার জন্য বিএনপি-জামায়াত চক্র জ্বালাও-পোড়াও শুরু করে। মহান মুক্তিযুদ্ধে গণহত্যা, মানবতাবিরোধী অপরাধের জন্য যখন বিচার শুরু হয় তখনই এই ধ্বংসাত্মক রাজনীতি শুরু হয়। সে সময় ৪১৯টি ঘটনায় ১৫ জন পুলিশ সদস্যসহ নিহত হয় ৪৯২ জন, আহত হয় আড়াই হাজারের কাছাকাছি।

২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি নির্বাচনের বিরোধিতা করে বিএনপি জোটের ভয়াবহ সন্ত্রাসের কথা কেউ ভোলেনি। তখন শত শতযানবাহন পুড়িয়ে দেয়া হয়। পেট্রোল বোমার আঘাতে দগ্ধ মানুষের আহাজারিতে ভরে যায় ঢাকার আকাশ বাতাস। তাদের হাত থেকে রেহাই পায়নি লাখ লাখ গাছও। নির্বাচনের দিন প্রিসাইডিং অফিসারসহ হত্যা করা হয় ২৬ জন নিরীহ মানুষকে। সারাদেশে ৫৮২টি ভোটকেন্দ্রে আগুন জ্বালিয়ে দেয়া হয়।

এসব বাধা অতিক্রম করে সেদিন জনগণ গণতন্ত্রকে বিজয়ী করেছিল। ২০১৫ সালের ৫ জানুয়ারি সরকারের এক বছর পূর্তির দিনও বিএনপি জামায়াত চক্র আবার জ্বালাও-পোড়াও করে বাস, ট্রেন, লঞ্চ, সরকারি স্থাপনাগুলোতে পেট্রোল বোমা মেরে সাধারণ মানুষকে নির্বিচারে হত্যা করে। ওই সময় ২৩১ জনকে হত্যা করা হয়। প্রায় ১২শ লোক মারাত্মকভাবে আহত হয়। ২ হাজার ৯০৩টি বাস-ট্রাক, ১৮টি ট্রেন, আটটি যাত্রীবাহী লঞ্চ, সাতটি ভূমি অফিসসহ ৭০টি সরকারি অফিসে আগুন দেয়।

জনগণের শঙ্কা সেই দিন আবারও ফিরিয়ে আনার পরিকল্পনায় মত্ত এই দলটি। বেসরকারি ব্যাংক কর্মকর্তা সাইফুল হক বলেন, দেশ এখন উন্নয়নের পথে এসেছে। আমরা গত দুই বছরে পদ্মা সেতু থেকে শুরু করে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে দেখেছি। কোনো একটা রাজনৈতিক দলের স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে এই ধারাবাহিকতা নষ্ট হোক তা আমরা চাই না।

উন্নয়নকর্মী রেজাউল করীম মনে করেন এখন জনগণ কোনো জ্বালাও পোড়াও সহ্য করবে না। তিনি বলেন, ‘কোভিডের পরে আমরা সবাই নানা সংকটে আছি। অর্থের যোগান নানা ভাবে কমেছে। এসবের মধ্যে সরকার সিদ্ধহস্তে সব সামলে নিতে চেষ্টা করছে। এখন কোনো ধরনের আভ্যন্তরীণ সংকট ঘটলে মানুষ না খেয়ে মারা যাবে। বিএনপি অক্টোবরে

আন্দোলনের ভয় দেখানোর কারণে অমাদের নানা সামাজিক কর্মসূচি আমরা স্থগিত রাখতে বাধ্য হচ্ছি। তবে আগের মতো জ্বালাও পোড়াও করে জনগণের সমর্থন আদায় করতে পারবে না এটা দলটিকে মেনে নিতে হবে।’

উল্লেখ্য, ঢাকায় বড় জমায়েতের মহাসমাবেশ করার পরদিনই গত ২৯ জুলাই রাজধানীর প্রবেশমুখে অবস্থান কর্মসূচিতে বিএনপির নেতা–কর্মীদের জমায়েত সেভাবে ছিল না। সেই পরিস্থিতি ছিল তাঁদের জন্য একটা বড় ধাক্কা। এরপর আগস্টে আবার দুই দফায় গণমিছিল–পদযাত্রা কর্মসূচি পালন করে এক দফার যুগপৎ আন্দোলনে ফিরেছে বিএনপি। এখন দলটি অক্টোবর মাসের মধ্যে তাদের আন্দোলনকে চূড়ান্ত পরিণতির দিকে নিতে চাইছে।

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গায় গণ সমাবেশে দিলীপ কুমার আগরওয়ালা

চুয়াডাঙ্গা আলমডাঙ্গায় বিশাল গণ সমাবেশ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল রোববার বিকাল চারটায় চুয়াডাঙ্গা আলমডাঙ্গা উপজেলা চত্বরে এই গণ সমাবেশ করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনায় বিশেষ দোয়া এবং জামায়াত -বিএনপির নৈরাজ্য ও নির্বাচনের বানচালের দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্র রুখে দিতে এই বিশাল গণ সমাবেশ আয়োজন করা হয়। এসময় গণসমাবেশটি সভাপতিত্ব করেন ভাংবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি কাওসার হোসেন বাবলু।

সমাবেশের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলোওয়াত ও গীতা থেকে পাঠ করে সমাবেশটি শুরু হয়।

এরপর গণ সমাবেশের প্রধান অতিথি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক উপ-কমিটির সদস্য ও ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক দিলীপ কুমার আগরওয়ালা বলেন, আজকের জনসমাবেশের মধ্যে দিয়ে বিএনপি জামায়াত যে আগামী নির্বাচনের চক্রান্ত বানচাল করতে হবে। এটাই আমাদের অঙ্গিকার। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত আবার শক্তিশালও করবো। তাই সবাইকে নৌকায় আবার ভোট দিয়ে জয়যুক্ত

করতে হবে। আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন তাই সকলকে প্রস্তত করতে হবে। বিএনপি জামায়াতকে প্রতিহত করতে হবে। সবাই সবার জায়গা থেকে কাজ করতে হবে রাজপথে। বিএনপি এ দেশের মানুষের জন্য উন্নয়ন করতে পারবে না। আমরা কেউ ঘরে বসে থাকবো না। কঠোর তৎপর ও শক্তি দিয়ে বিএনপির নৈরাজ্যকে দমন করবো। নৌকা প্রতিককে শ্রদ্ধা করতে হবে। নৌকা যার আমি তার। জননেত্রী শেখ হাসিনা যে ভাবে উন্নয়ন করে যাচ্ছেন। এই উন্নয়ন ধারা করে যাবেন তিনি। এই জন্য সবাইকে ঐক্যবোধ্য হয়ে ভোট দিতে হবে নৌকা মার্কায়। চুয়াডাঙ্গা জেলা স্মার্ট করতে হলে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগকে জয়যুক্ত করতে হবে।

তিনি আরো বলেন ইউরোপীয় ও আমেরিকার যে প্রতিনিধি দল দেশ এসেছে, তারা সুষ্ঠু এবং অবাধ নির্বাচনের কথা বলেছেন। আমরাও সুষ্ঠু-অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন চাই। বিএনপি বলছে, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন হতে হবে এবং এই সরকারের অধীনে কোনো নির্বাচন হবে না। তারা যাদেরকে নালিশ করে ডেকে নিয়ে এসেছে তারাও সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচনের কথাই বলেছে। তাদের কেউ অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের কথা বলে নাই। এমনকি তত্ত্বাবধায়ক সরকারেরও কথা বলেনি

সংবিধানে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা নেই। দেশের প্রত্যেক নাগরিককে সংবিধান মানতে হবে। আমাদেরও সাফ কথা, সংবিধানের বাইরে আমরা এক চুলও নড়ব না। এই সরকারের অধীনে নির্বাচন হতে হবে। আওয়ামী লীগ মাঠে ঘাটে থাকা দল। রাজপথে নৈরাজ্য করলে এবার থেকে আর প্রতিবাদ নয়, প্রতিরোধ করা হবে।

এসময় সভায় উপস্থিত ছিলেন, আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ, কালিদাস পুর ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা মঈনউদ্দীন পারভেজ, পদ্মবিলা ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আবু তাহের বিশ্বাস, চিৎলা ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান জিল্লুর রহমান, চুয়াডাঙ্গা কৃষকলীগের সভাপতি গোলাম ফারুক জোয়ার্দ্দার, কুতুবপুর ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান শাখাওয়াত হোসেন টাইগার, ডাউকি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি নুরুল ইসলাম দিপু, প্রমুখ।

গণসমাবেশের শেষ পর্বে সন্ত্রাসীদের হাতে নিহত আলমডাঙ্গা স্বেচ্ছাসেবক লীগের নেতা ইমরানের পরিবারের মাঝে এক লাখ টাকা তুলে দেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি দিলীপ কুমার আগরওয়ালা। এ সময় তিনি কর্মীদের মুল্যায়ন করার জন্য সকল নেতাদের আহবান জানান।

শিশু হত্যা করছে বিএনপি, রক্ষা করছেন শেখ হাসিনা

চট্টগ্রাসের মিরসরাইয়ের আজমপুর বাজারে তাণ্ডব করছিল বিএনপি কর্মীরা। এরই ছবি তুলছিল জাহেদ। আজকাল সবাই যেমন তোলে। রুমনের মামা ইউনুস নূরী জানান, তখন ছবি তোলার অপরাধে বিএনপি নেতাকর্মীরা ধাওয়া করে রুমনকে। সে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল। একসময় তাঁরা তাকে মাথায় লাঠি দিয়ে আঘাত করে বিএনপির এক কর্মী। এতে সে পাশের পুকুরে পড়ে যায়। এরপর তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত ঘোষণা করেন। মিরসরাই উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক খন্দকার নোমান সায়েরী্ও জানান, মাথায় আঘাতজনিত কারণে রুমনের মৃত্যু হয়েছে।

এই মৃত্যু নিয়ে নানা কথা হচ্ছে। রুমন কোন দলের কর্মী। আদৌ রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত কী না। আরও নিশ্চই হবে। কিন্তু তাতে এখন মৃত রুমনের কিছু যায় আসে না। যায় আসে তার পরিবারের। বাবাহীন এই কিশোর মা নিশ্চয়ই স্বপ্ন দেখছিলেন ছেলেটি বড় হবে, তাঁর দুঃখ ঘোচাবে। কিন্তু সেই স্বপ আজ অতীত। যেরকম ভাবে ২০১৩-১৪ সালে অতীত হয়েছিল আরও বহু পরিবারের স্বপ্ন ।

আমরা যদি একটু পেছনে তাকাই তাহলে দেখবো, সন্ত্রাস করে এরকম রুমনের মত শিশু কিশোরদের ভবিষ্যত নষ্ট করা গল্প বিএনপির ইতিহাসে নতুন কিছু নয়। পেট্রোল বোমা ও ককটেল ছোড়ার যে অপরাজনীতি তা বিগত কয়েকটি নির্বাচনের আগে আমরা দেখেছি। তাদের উদ্দেশ্য যেভাবে হোক ক্ষমতা দখল করতে হবে। সেনাছাউনি থেকে উঠে আসা একটি দল। তাদের কাছ থেকে দেশের মানুষ এর চেয়ে বেশি আর কি বা আশা করতে পারে। আমরা বিএনপির রাজনীতিতে শিশু হত্যার যে নারকীয় ইতিহাস সেখানে একবার চোখ বুলিয়ে নিতে পারি।

২০০২ সালের ৯ মে রামপুরায় বাবার কোলে থাকা ২০ মাসের শিশু নওশিন ছিনতাইকারীদের গুলিতে নিহত হবার পর শোকার্ত পরিবারের প্রতি চারদলীয় জোট সরকারের তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলতাফ হোসেন চৌধুরী বলেছিলেন, “আল্লাহর মাল আল্লাহ নিয়ে গেছে”। শোকসন্তপ্ত

পরিবারের প্রতি বিএনপির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এ ধরনের মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতেই বোঝা যায়, শিশু-কিশোরদের প্রতি তাদের অমানবিক দৃষ্টিভঙ্গি। ২০০১ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ প্রার্থীকে সমর্থন করায় ভোলার চরফ্যাশন উপজেলার চরমোতাহা গ্রামের মোর্শেদ আলীর চার মাসের বাচ্চাকে মায়ের কোল থেকে ফেলে দিয়ে থেঁতলে হত্যা করেছিল বিএনপির নেতা-কর্মীরা। চার মাসের বাচ্চাকে হত্যা করার পরেও তারা মোর্শদের স্ত্রীকে সারা রাত ধর্ষণ করে।

২০০২ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি নাটোরের গুরুদাসপুর উপজেলার পোয়ালগুরা দড়িপাড়া গ্রামের এতিম কিশোরীকে ধর্ষণ করে ইউনিয়ন বিএনপির এক নেতা। রাজশাহীর বাগমারায় ২০০২ সালের ২১ মার্চ ৭ বছরের এক শিশুকে তুলে নিয়ে যায় সরকার সমর্থক পাঁচ সন্ত্রাসী। গণধর্ষণ করা হয় ৭ বছরের ওই শিশুকে। একই বছরের ৭ ফেব্রুয়ারি স্কুল ছাত্র শিহাবকে অপহরণ করা হয়। তার বাবার কাছে ২০ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি করা হয়। টাকা দেয়ার আগেই শিহাবকে ১২ টুকরো করে হত্যা করা হয়।

২০০১-২০০৬ সালের বিএনপির শাসনামলে সংবাদপত্রের তথ্যানুযায়ী, শিশু-কিশোরদের ককটেল বোমা বানানোর প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো। ২০১৩ সালের তাদের অগ্নি-সন্ত্রাসের বড়ো হাতিয়ার ছিল এসব শিশু- কিশোররা । তাদের টাকার বিনিময়ে এসব কাজ করানো হতো। ২০১৩-১৫ সাল অব্দি চলমান আগুন সন্ত্রাসে গ্রেফতার অনেকেই ছিল কিশোর। তারা পুলিশের কাছে জবানবন্দি দিয়ে স্বীকার করেছে যে, টাকার বিনিময়ে বিএনপির নির্দেশে এবং তাদের সরবরাহকরা পেট্রোল বোমা দিয়ে তারা এ সন্ত্রাস করেছে।

এই শিশু-কিশোরদ সুরক্ষা দিতে কাজ শুরু করে বর্মান সরকার। শিশুদের সুরক্ষার জন্য প্রথমেই জাতীয় শিশুনীতি-২০১১ প্রণয়ন করে। বাংলাদেশে শিশু অধিকার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এই আইনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এ নীতিতে শিশু বলতে ১৮ বছরের কম বয়সী এবং কিশোর বলতে ১৪ থেকে ১৮ বছর বয়সীদের ধরা হয়।

সরকার কাজ করছে শিশুর নিরাপদ জন্ম ও সার্বিক বিকাশ নিশ্চিতকরণ, শিশুর দারিদ্র বিমোচন, শিশু স্বাস্থ্য, শিশুর বিকাশে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা, শিশু শিক্ষা, শিশুর বিনোদন, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম, শিশুর সুরক্ষা, প্রতিবন্ধী শিশুর জন্য বিশেষ কার্যক্রম, অটিস্টিক শিশুর জন্য বিশেষ কার্যক্রম, শিশুর জন্ম নিবন্ধন, অনগ্রসর ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জন্য বিশেষ কার্যক্রম, দুর্যোগের সময় ও দুর্যোগের পরে শিশুর সুরক্ষা,

শিশুর অংশগ্রহণ ও শিশু মতামত গ্রহণসহ শিশু অধিকার বাস্তবায়ন নিয়ে।

কন্যা শিশুদের অগ্রাধিকার দিয়েছে শেখ হাসিনা সরকার । ৩০ সেপ্টেম্বর জাতীয় কন্যাশিশু দিবস হিসেবে পালন করছে সরকার। এবছরও ‘বিনিয়োগে অগ্রাধিকার, কন্যাশিশুর অধিকার’-এ প্রতিপাদ্য নিয়ে দেশব্যাপী উদযাপিত হয়েছে জাতীয় কন্যাশিশু দিবস-২০২৩। কন্যাশিশুদের শিক্ষার জন্য অবৈতনিক শিক্ষার প্রচলন করে শেখ হাসিনা সরকার। মেয়েদের দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক করা হয়েছে। শিক্ষা ও কর্মসংস্থানকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নারীর ক্ষমতায়নের দুটি মূল উপাদান-হিসেবে চিহ্নিত করে নারী শিক্ষার ওপর জোর দিয়েছেন। ২০১০ সাল থেকে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিনামূল্যে বই বিতরণ করা হয়েছে এবং নারী শিক্ষার ক্রমবর্ধমান হারের ফলে বাল্যবিবাহের হার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে।

১৯৯৭ সালে আওয়ামী লীগের শাসনামলেই এদেশে প্রথমবারের মত জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি প্রণয়ন করা হয়, যার প্রধান লক্ষ্য ছিল, যুগ যুগ ধরে নির্যাতিত ও অবহেলিত এদেশের বৃহত্তর নারী সমাজের ভাগ্যোন্নয়ন করা। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে জেন্ডার সম্পৃক্ত বরাদ্দের পরিমাণ ২ লাখ ৬১ হাজার ৭ শত ৮৭ কোটি টাকা, যা মোট বাজেটের ৩৪ দশমিক ৩৭ শতাংশ এবং জিডিপি’র ৫ দশমিক ২৩ শতাংশ। বাজেটে ২৭টি মন্ত্রণালয় ও ১৭টি বিভাগের জন্য পৃথক জেন্ডার বাজেট প্রণয়ন করা হয়। যা নারী ও কন্যাশিশুদের সার্বিক অধিকার রক্ষায় ব্যবহৃত হবে।

আওয়ামী লীগ সরকারের সময় প্রণীত উপবৃত্তি কার্যক্রমের আওতায় প্রায় ২৫ মিলিয়ন শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন উপবৃত্তি এবং বৃত্তি কর্মসূচির আওতায় আনা হয়েছে। উপবৃত্তির অর্থ সরাসরি তাদের মোবাইল ফোনের মাধ্যমে মা অথবা বৈধ অভিভাবকদের কাছে পৌঁছাচ্ছে। ২০২১-২২ অর্থ বছরে ৭৪,৮২,৩১,৭০০ টাকা সরকার উপবৃত্তি দিয়েছে। নারী শিক্ষকদের সংখ্যা বৃদ্ধি করার উদ্যোগ আওয়ামী লীগের আমলেই গৃহীত হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষায় এখন শিক্ষক পদের ৬০ শতাংশ নারীদের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে এবং সরকারি চাকরিতে নারীদের জন্য ১০ শতাংশ কোটা সংরক্ষিত রয়েছে।

কন্যা শিশুর অগ্রাধিকারমূলক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি-২০১১ প্রণয়ন করে আওয়ামী লীগ সরকার। নারী ও শিশু

নির্যাতন দমন (সংশোধিত) আইন-২০২০ এবং যুগোপযোগী বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। সরকারের গৃহীত এসব পদক্ষেপের ফলে বিদ্যালয়ে ছাত্রী ভর্তির হার বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বাল্যবিবাহ উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে ক্রীড়াঙ্গনেও আমাদের মেয়েরা ঈর্ষণীয় সাফল্য দেখিয়েছে।

ব্রিকস সম্মেলন উপলক্ষে আয়োজিত এক মধ্যাহ্নভোজে দেওয়া ভাষণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই অঞ্চলের নারী ও বালিকাদের ‘পরিবর্তনের কারিগর’ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য এসডিজির পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি গ্লোবাল সাউথ নেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। আওয়ামী লীগ সরকারের নারীবান্ধব শিক্ষানীতির কারণে দেশে প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তরে মেয়েদের তালিকাভুক্তি বেড়েছে ৯৯ শতাংশ। মেয়ে-ছেলে স্কুলে তালিকাভুক্তির অনুপাত ৫৩:৪৭-এ উন্নীত হয়েছে।

আয়ামী লীগ সরকারের শাসনামল মূল্যায়ন করে আজ একথা অন্তত বলা যায় যে তারা ক্ষমতায় থাকুক কিংবা না থাকুক তাদের কাছে জনগণের জানমালের নিরাপত্তা সর্বাগ্রে। কারণ আজ পর্ন্ত এই সরকারের বিরুদ্ধে শিশু কিশোর বিরোধী কোন পদক্ষপের তথ্য তাদের বিরোধী পক্ষের কাছেও নেই।

লেখক: গণমাধ্যমকর্মী।

কানাডায় ছাত্রলীগের উদ্যোগে শেখ হাসিনার জন্মদিন উদযাপন

ছাত্রলীগ কানাডা শাখার উদ্যোগে আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৭৭তম জন্মদিন উদযাপন করা হয়েছে। কানাডার স্থানীয় সময় ২৮ সেপ্টেম্বর টরন্টোর ডেনফোর্থের রেড হর্ট তন্দুরি হোটেলে এ উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে শেখ হাসিনার সংগ্রামী রাজনৈতিক জীবন নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। পরে প্রধানমন্ত্রীর দীর্ঘায়ু ও সুস্থ জীবনের জন্য

দোয়া এবং কেক কেটে জন্মদিন উদযাপন করা হয়।

এতে অংশগ্রহণ করেন বাংলাদেশ ছাত্রলীগ কানাডা শাখার সভাপতি ওবায়দুর রহমান, ঢাকা মহানগর উত্তরের সাবেক সহ সভাপতি তাওহীদ খান আশিক, মো. সাকিব, ফয়সাল কবির নাহিদ, সাঈদ রেজাউল ইসলাম রাহুল, মো. রাইহান সরিফ, নেসার মাহমুদ হৃদয়, তৌহিদুর রহমান দুর্জয়, ফাহিম হোসেন, ইশতিয়াক আহমেদ, সোহাগ হোসেন, শেখ তামিম, জিহাদ ও ফাহাদ।

এসময় আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগ কানাডার যুগ্ম আহ্বায়ক মনিরুল ইসলাম তারেক, সদস্য সিদ্ধার্থ শাহা ও তাজুল ইসলামসহ আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

চুয়াডাঙ্গা জেলা যুব মহিলা লীগের পথসভা ও গণসংযোগ

চুয়াডাঙ্গা জেলা যুব মহিলা লীগের সভাপতি ও আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের নৌকার মনোনয়ন প্রত্যাশী আফরোজা পারভীনের নেতৃত্ব চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার শংকরচন্দ্র ইউনিয়নের বিভিন্ন এলাকায় রবিবার দিনব্যাপী পথসভা ও গণসংযোগ অনুষ্ঠিত হয়।

আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে পথসভা কর্মী সমাবেশ উঠান বৈঠক ও গণসংযোগ করছেন চুয়াডাঙ্গা জেলা যুব মহিলা লীগের সভাপতি আফরোজা পারভীন। এ সময় আফরোজা পারভীন শেখ হাসিনা সরকার উন্নয়ন চিত্র তুলে ধরেন এবং দেশের উন্নয়নের জন্য আবারো নৌকা মার্কায় ভোট চান। গণসংযোগ কালে আওয়ামী লীগে সরকারের উন্নয়ন চিত্র তুলে ধরে তিনি লিফটেল বিতরণ করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা যুব মহিলা লীগের সহ-সভপতি পূর্ণিমা হালদার,যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আলিজা খাতুন,সদর উপজেলা যুব মহিলা লীগের সভাপতি-কাজলী আক্তার, সাংগঠনিক সম্পাদক সপ্না

খাতুন চিনি, দামুড়হুদা উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান শাহেদা খাতুন ,আলমডাঙ্গা উপজেলার যুব মহিলা লীগের সভাপতি মনিরা খাতুন,সাধারণ সম্পাদক জাহানারা খাতুন, চুয়াডাঙ্গা পৌর ৯নং ওয়ার্ড সভাপতি-আরজিনা খাতুন, সাধারণ সম্পাদক বেবি, সাংগাঠনিক সম্পাদক মিতা রানী, ৬ নং ওয়ার্ড সভাপতি রুপালি, সাধারণ সম্পাদক ফাহিমা, ২নং ওয়ার্ড কমিটির অর্থ সম্পাদক শিউলি খাতুন, ছাত্রলীগ ও যুবলীগের নেতৃবৃন্দ রাতুল, সাকিব শেখ, মাহফুজ, আকাশ,কুতুব, রিপন,শাওন, সিফাত,জিরান,সেজান ও আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ সহ চুয়াডাঙ্গা জেলা ও আলমডাঙ্গা উপজেলা যুব মহিলা লীগের নেতৃবৃন্দ

গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের শান্তি সমাবেশে -এমপি সাহিদুজ্জামান

আওয়ামীলীগ ক্ষমতায় না থাকলে সন্ধায় বোমা ফাটবে,শান্তির ঘুম হারাম হয়ে যাবে। মুখ থুবড়ে পড়বে দেশের উন্নয়ন। ম্লান হয়ে যাবে স্মার্ট বাংলাদেশের দেখা স্বপ্ন। বাজার থেকে কেউ টাকা নিয়ে বাড়ি ফিরতে পারবে না। নিরাপদে পথ চলাচল বন্ধ হয়ে যাবে। নিরাপদে পথ চলতে হলে,শান্তিতে ঘরে থাকতে চাইলে, এবং দেশের উন্নয়ন দেখতে চাইলে আবারো আওয়ামী লীগ সরকারকে ক্ষমতায় বসানোর জন্য সকলের প্রতি অনুরোধ জানিয়ে নৌকা মার্কায় ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করার আহ্বান জানিয়েছেন। গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের আয়োজিত বিশাল শান্তি সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এমপি সাহিদুজ্জামান এসব কথা বলেন।

তিনি আরো বলেন, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এলেই গ্রামীণ জনপদের উন্নয়ন হয়,শহর থেকে গ্রামগঞ্জেও উন্নয়ন হয়। আর বিএনপি ক্ষমতায় এলে উন্নয়নের পরিবর্তে ডাকাতি হয় ও বোমা ফাটে।মানুষের মধ্যে বাড়ে শুধু আতঙ্ক আর আতঙ্ক। শান্তিতে থাকতে হলে আওয়ামী লীগকে ভোট দেওয়ার কোন বিকল্প নেই।।

রবিবার বিকেলে গাংনী উপজেলা শহরের বাসস্ট্যান্ড এলাকার রেজাউল

চত্বরে বিশাল শান্তি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগ আয়োজিত শান্তি সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক নজরুল ইসলাম।

অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন আওয়ামী লীগ নেতা হাজী মোহাম্মদ মহসিন আলী, যুব মহিলা লীগের সভানেত্রী এমপি পিৎল লাইলা আরজুমান বানু শিলা,,স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা আবুল বাসার,সাহারবাটী ইউপি চেয়ারম্যান মশিউর রহমান,বামন্দী ইউপি চেয়ারম্যান ওবাইদুর রহমান কমল, মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সহ-সভাপতি শাহিদুজ্জামান শিপু। সমাবেশ পরিচালনা করেন গাংনী পৌর যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক রাহিবুল ইসলাম।

এসময় উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, মেম্বার, আওয়ামী লীগ ও তার অঙ্গসংগঠনের নেতৃবৃন্দসহ প্রায় সাত সহস্রাধিক নারী-পুরুষ।